গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা ভূমি অফিস
মহেশখালী, কক্সবাজার।

২৫ জুলাই ২০২১ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত জেলা রাজস্ব সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন

ক্রঃনং	আলোচ্য বিষয় ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
০১	গত ২৫ জুলাই ২০২১ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত জেলা রাজস্ব সভার কাযবিবরণীতে কোন সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধনের প্রস্তাব না থাকায় তা সবসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	মন্তব্য নেই।
০২	ক) সাধারণ খাতে ভূমি উন্নয়ন করের দাবী ও আদায় অগ্রগতি : ১। ৩০ জুন, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখের মধ্যে শতভাগ দাবি আদায় হওয়ায় সকল সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে ধন্যবাদ জানানো হয়। ২। ২০২১-২২ অর্থবছরের সঠিক ও নির্ভুল দাবি নির্ধারণ করে আগামী ৩০ আগস্ট, ২০২১ এর তারিখের মধ্যে ০৩ নম্বর রির্টান এ কার্যালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য সকল সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণকে অনুরোধ করা হয়। ৩। অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের বিষয়ে নির্ধারিত মৌজার হোল্ডিংসমূহ কম্পিউটারে এন্ট্রি করার বিষয়ে সহকারী কমিশনার(ভূমি)গণের সাথে বিস্তারিত আলোচনা হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত ডাটা এন্ট্রি সম্পন্ন করার জন্য সহকারী কমিশনার(ভূমি)গণদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	সাধারণ খাতে ভূমির ব্যবহার ভিত্তিক ভূমি উন্নয়ন করের দাবী নির্ধারণ করার জন্য এবং ৩০ আগস্ট ২০২১ তারিখের পূর্বে ০৩নং রিটার্ন জমা প্রদান করার জন্য ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
	(খ) সংস্থার ভূমি উন্নয়ন করের দাবী ও আদায় অগ্রগতি : ১। ৩০ জুন, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত সংস্থার দাবি ১৬.৬৩% আদায় হওয়ায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। সংস্থার দাবির মধ্যে বনবিভাগের নিকট পাওনা বেশী। সংস্থার দাবি আদায়ের জন্য বছরের শুরুতে সংস্থা প্রধানদের নিকট প্রতিমাসে একবার তাগিদ নোটিশ প্রেরণ করতে হবে। সংস্থার প্রধানগণের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। ২। যে সকল সংস্থার নিকট ০৩ বছরের অধিক সময় ভূমি উন্নয়ন কর বকেয়া রয়েছে সেগুলোর বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট মোকদ্দমা দায়েরের জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণকে অনুরোধ করা হয়।	জুলাই ২০২১ মাসে কোন সার্টিফিকেট মামলা রুজু করা হয়নি। বনবিভাগ ও হোয়ানক ইউনিয়ন পরিষদের বিরুদ্ধে রুজুকৃত ২ টি মামলার দাবি পরিশোধের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে তাগিদ প্রদান করা হয়েছে।
	(গ) ইটভাটার ভূমি উন্নয়ন করের দাবী ও আদায় অগ্রগতি : ১। ৩০ জুন, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখের মধ্যে ইটভাটার শতভাগ দাবি আদায় হওয়ায় সকল সহকারী কমিশিনার (ভূমি) এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে ধন্যবাদ জানানো হয়। ২। ইট ভাটায় ব্যবহৃত জমির ব্যবহার ভিত্তিক দাবি নির্ধারণের জন্য সকল সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণকে অনুরোধ করা হয়। ৩। অবৈধ ইটভাটাসমূহ উচ্ছেদের বিষয়ে মোবাইল কোর্ট/উচ্ছেদের লক্ষ্যে অভিযান চালাতে বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অনুরোধ জানানো হয়।	১। ২০২১-২২ অর্থবছরে ইটভাটায় ব্যবহৃত জমির ব্যবহার ভিত্তিক দাবী নির্ধারণের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ২। মহেশখালীতে কোন অবৈধ ইটভাটা নেই।
০৩	উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস এর অডিট আপত্তি : ১। অডিট আপত্তির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে সভাপতি জনান যে, আগামী সভার পূর্বেই সরকারী টাকা জমা প্রদান করে ব্রডশীট জবাব প্রদান করতে হবে। অডিট আপত্তিকৃত টাকা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাগণের বেতন হতে কেটে রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করতে হবে। ২। আর্থিক শৃংখলা বজায় রাখার জন্য অডিট কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং নিষ্পত্তিযোগ্য অডিট আপত্তিসমূহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনাক্রমে নিষ্পত্তির জন্য অডিট সুপারকে অনুরোধ করা হয়। এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। ৩। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাগণ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিতে অসহযোগিতা প্রদান করলে তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলার প্রস্তাব প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	অডিট আপত্তিতে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে তাঁদের বিরুদ্ধে আনীত অডিট আপত্তি দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তির জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
০৪	(ক) ই-নামজারী মামলার অগ্রগতি : (সাধারণ) ১। লকডাউনের কারণে ই-নামজারি মামলা দায়ের এবং নিষ্পত্তি কম হয়েছে বলে সভায় সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণ জানান। ই-নামজারি মামলা দায়ের এবং নিষ্পত্তি বাড়ানোর জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণকে অনুরোধ করা হয়। ২। নামজারী মামলার নিষ্পত্তি বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। ৩। শতভাগ ই-মিউটেশন আবেদন নোট করতে হবে। কোন অবস্থাতেই বিলম্ব করা যাবে না। ৪। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নামজারি মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করতে হবে। ৫। দায়েরের চেয়ে নিষ্পত্তি বেশী করে পেন্ডিং হ্রাস করতে হবে। ৬। অনুমোদিত নামজারি মোকদ্দমার আদেশ অনুযায়ী রেকর্ড সংশোধন করতে হবে। ৭। নামজারি মোকদ্দমায় জনসাধারণ যাতে হয়রানি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করতে হবে।	নির্দেশনা মোতাবেক শতভাগ ই-নামজারী কার্যক্রম চলমান।
	(খ) নামজারি মামলার অগ্রগতি (এলটি নোটিশের ভিত্তিতে): ১। এল.টি নোটিশের ভিত্তিতে নামজারি মামলা দায়ের এবং নিষ্পত্তি বৃদ্ধি করতে হবে। ২। সাব-রেজিষ্ট্রারগণ যেন সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণের বরাবর এল.টি নোটিশ প্রেরণ নিশ্চিত করেন সে বিষয়ে নির্দেশনা প্রধানের জন্য জেলা রেজিস্ট্রারকে অনুরোধ করা হয়।	কার্যক্রম চলমান আছে।

০৫	<u>রিট মামলার জবাব দাখিল সংক্রান্ত :</u> ১। সরকারি স্বার্থযুক্ত এবং চাঞ্চল্যকর মামলা সমূহের গুরুত্ব বিবেচনায় দ্রুততার সাথে জবাব প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। ২। সরকারকে বিবাদী করে মহামান্য হাইকোর্টে দায়েরকৃত রিট পিটিশন মামলার জবাব যথাসময়ে প্রেরণ করতে হবে। জবাব প্রেরণে বিলম্ব হলে তার দায় দায়িত্ব সহকারী কমিশনার (আর.এম শাখা) এর উপর বর্তাবে।	কোন রীট পিটিশন জবাব পেন্ডিং আছে কিনা জানানো জন্য ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাগণকে পত্র দেয়া হয়েছে।
০৬	<u>contempt মামলার তথ্যাবলী:</u> ২। জেলার সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তার সাথে প্রতি সপ্তাহে পত্র যোগাযোগ করে সহকারী কমিশনার (আর.এম শাখা) জেলার রাজস্ব সংক্রান্ত সকল কনটেম্পট মামলার তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক বিস্তারিত তথ্যসহ ডাটাবেজ হালনাগাদ করবেন।	০১। মূল রিট মামলা ৯২৬১/২০১৬ এর আদেশ বাস্তবায়ন না করে সরকার পক্ষ কর্তৃক মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগে ৪৩৭৭/২০১৮ নম্বর আপীল মামলা দায়ের করা হয়। উক্ত মামলা বর্তমানে চলমান রয়েছে। ০২। মূল সিভিল রিভিশন মামলা ২৪২১/২০১৫ এর আদেশ বাস্তবায়ন না করে সরকার পক্ষ কর্তৃক মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে ৪৬৭২/২০১৮ নম্বর লিভ টু আপীল মামলা দায়ের করা হয়। উক্ত মামলা বর্তমানে চলমান রয়েছে। ৩। মহামান্য হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে চেম্বার জজ আদালতে পিএম নম্বর ১৭৪৯/২০১৮ আপীল দায়ের করা হয়েছে এবং কনটেম্পট পিটিশনের জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।
০৭	<u>রাজস্ব আপিল মামলা নিষ্পত্তির অগ্রগতি :</u> ১। বিভাগীয় কমিশনার মহোদয় নামজারী ও মিস আপিল মামলা নিষ্পত্তি কম বিধায় বিভাগীয় রাজস্ব সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। দায়েরের চেয়ে নিষ্পত্তি বেশী করে পেন্ডিং হ্রাস করতে হবে। ২। সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণ উচ্চ আদালত হতে তলবকৃত নথি ও প্রতিবেদন শুনানীর জন্য পরবর্তী ধার্য তারিখের পূর্বে আবশ্যিকভাবে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ৩। রাজস্ব আপীল মামলা সমূহে তলবকৃত নথি ও প্রতিবেদন প্রেরণে দীর্ঘদিন বিলম্বের কারণে মামলা নিষ্পত্তিতে বিলম্ব হচ্ছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণকে অনুরোধ করা হয়। বিষয়টি তদারকির জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে অনুরোধ জানানো হয়।	নির্দেশনামতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
০৮	<u>লবন মহালের দাবি ও আদায়ের অগ্রগতি :</u> ১। খাস লবণ জমির সরকারী দখল নিশ্চিত করতে হবে। ২। লীজকৃত লবণ জমির বকেয়া এবং হালসনের লীজমানি আদায় নিশ্চিত করতে হবে। ৩। সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণ অবৈধ দখলদারদের সুনির্দিষ্ট তথ্যসহ হালনাগাদ তালিকা প্রেরণ করবেন। ৪। যে সমস্ত খাস লবন জমি ইজারা গ্রহণ না করে অবৈধভাবে ভোগ দখলে আছে সে সমস্ত অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করে আগ্রহী ব্যক্তিগণকে ইজারা প্রদানের নিমিত্ত প্রস্তাব প্রেরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং সহকারী কমিশনার(ভূমি)গণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ৫। যে সমস্ত লবণজমি ইজারা গ্রহণ করে চিংড়ি চাষ করে ভোগ দখলে আছে সে সকল জমির ক্ষেত্রে চিংড়ি চাষের জমি হিসাবে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। ৬। লীজের শর্ত ভংগ করে লীজ গ্রহীতা কোন সাব লীজ প্রদান করছে কিনা তা সরেজমিনে যাচাই করে প্রতিবেদন প্রদানের জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণকে অনুরোধ করা হয়।	স্ব স্ব ইউনিয়ন ভূমি অফিসের আওতাধীন খাস লবণ জমির অবৈধ দখলকারদের তালিকা প্রেরণের জন্য ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাগণকে পত্র দেয়া হয়েছে। এছাড়া ৩নং সিদ্ধান্তের আলোকে আগ্রহী ব্যক্তিগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে চিংড়ি জমি ইজারা প্রস্তাব প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
০৯	<u>চিংড়ি মহালের দাবী ও আদায় অগ্রগতি :</u> ১। মহামান্য সুপ্রী কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা) কর্তৃক দায়েরকৃত রিট পিটিশন মামলা নম্বর ৭৪৮৩/২০১২ চলমান থাকায় এবং উক্ত মামলায় নির্দিষ্ট তপশিল না থাকায় অধিকাংশ চিংড়ি জমির খাজনা আদায় ও নবায়ন বন্ধ রয়েছে। এ মামলাটি নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। মামলাভুক্ত চিংড়ি জমি বাদ দিয়ে অপরাপর চিংড়ি জমির ইজারার টাকা দেখে শুনে আদায় করতে হবে। মামলা বর্হিভূত চিংড়ি জমি ইজারা প্রদানের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। ২। যে সমস্ত খাস চিংড়ি জমির অবৈধভাবে দখলে রয়েছে সে সমস্ত চিংড়ি জমি হতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ পূর্বক লাল পতাকাসহ খুঁটি দিয়ে সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে করে আগামী সভার পূর্বে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। অবৈধ দখলমুক্ত খাস চিংড়ি জমি ইজারা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ব্যাক কমপেনসেশন আদায়ের বিষয়ে বিজ্ঞ সরকারী কৌসুলীর মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন।	যে সমস্ত খাস লবন জমি ইজারা গ্রহণ না করে অবৈধভাবে ভোগ দখলে আছে তাদেরকে ইজারা গ্রহনার্থে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আবেদন করার জন্য বলা হচ্ছে।
১১	<u>সরকারী সম্পত্তি সংক্রান্ত দেওয়ানী মামলার ও নিষ্পত্তি অগ্রগতি :</u> ১। বিবেচ্য মাসে কোন মামলা রায় হয়নি। পূর্বে রায় হওয়া মামলাভুক্ত জমিতে লাল ফ্লাগ দিয়ে সরকারি সম্পত্তি মর্মে সাইন বোর্ড প্রদানের জন্য সহকারী কমিশনার(ভূমি)গণকে অনুরোধ করা হয়। সরকারের বিপক্ষে রায় হওয়া মামলা আপিল দায়েরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণকে অনুরোধ করা হয়। সরকার পক্ষে রায় হওয়া মামলা সমূহ এবং সরকারের বিপক্ষে রায় হওয়া মামলার বিষয়ে কেস টু কেস উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ব্যবস্থা নিবেন এবং আগামী সভায় অগ্রগতি জানাবেন। ২। দেওয়ানী আদালতে মামলা দায়েরের সময় বিরোধীয় তপশীলের জমির তথ্য উপাত্ত কাগজপত্র যথারীতি দাখিল না করায় মামলা দায়েরের সময় অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় মর্মে বিজ্ঞ জিপি জানান। এ ব্যাপারে সহকারী কমিশনার(ভূমি)গণকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ কর হয়। ৩। দেওয়ানী আদালতে দায়েরকৃত মামলা সমূহ শুনানীর সময় সরকার পক্ষে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি	নির্দেশনা মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

	সহকারী কর্মকর্তাগণ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সত্যয়ন পূর্বক উপস্থিতি থাকবেন। সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণ কাগজপত্র যাচাই বাছাইপূর্বক ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাদের উপস্থিত নিশ্চিত করবেন। ৪। যে কোন গুরুত্বপূর্ণ মামলা পরিচালনার জন্য বিজ্ঞ জি.পি'র সাথে এজিপিদেরকেও সংযুক্ত করে মামলা পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
১২	<u>উপজেলা ভূমি অফিস হতে দেওয়ানী মামলার এস.এফ প্রেরণের অগ্রগতি :</u> ১। সদর, উখিয়া, টেকনাফ, চকরিয়া এবং মহেশখালী উপজেলায় পেন্ডিং আরজি বেশী হওয়ায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। প্রাপ্ত আরজির চেয়ে নিষ্পত্তি বেশী করে পেন্ডিং হ্রাস করতে হবে। ২। ০৩ মাস ও ০৬ মাসের উর্ধ্বে পেন্ডিং থাকা আরজি সমূহের এস.এফ কেন প্রেরণ করা হয়নি সে বিষয়ে কারণ দর্শানোর জন্য সকল সহকারী কমিশনার (ভূমি)-কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ৩। আগামী ০১ সপ্তাহের মধ্যে ০৩ ও ০৬ মাসের উর্ধ্বে পেন্ডিং থাকা এস.এফ প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৪। কোন ভাবেই যেন এস.এফ ০২ মাসের উর্দ্ধে পেন্ডিং না থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে। ৫। দেওয়ানী মামলার এস এফ এর সংখ্যা নিয়ে অসামঞ্জস্যতা আছে। সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণের প্রতিনিধি সহকারী কমিশনার(আর.এম শাখা) এর সাথে যোগাযোগ করে এ কার্যালয়ে সংরক্ষিত রেজিস্টারটি চেক করে চূড়ান্ত সংখ্যা সম্বলিত প্রতিবেদন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) বরাবর পেশ করবেন।	০৩ ও ০৬ মাসের উর্ধ্বের সকল পেন্ডিং এস.এফ এর জবাব প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা প্রদান করে পত্র দেয়া হয়েছে।
১৩	<u>(ক) সার্টিফিকেট মামলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত:</u> ১। রামু, চকরিয়া এবং জেনারেল সার্টিফিকেট মামলার নিষ্পত্তি মোটামুটি সন্তোষজনক হলেও উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সদর, উখিয়া, টেকনাফ, পেকুয়া, মহেশখালী এবং কুতুবদিয়া উপজেলায় মামলা নিষ্পত্তি নেই মর্মে সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সদর, উখিয়া, টেকনাফ, পেকুয়া, মহেশখালী এবং কুতুবদিয়াকে মামলা নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ করা হয়। ২। প্রয়োজনে সার্টিফিকেট হোল্ডার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের ডেকে সভা আহবান করে মামলা নিষ্পত্তির গতি বাড়ানোর জন্য ইউ.এন.ও (সকল) কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সার্টিফিকেট মামলায় দাবিকৃত টাকাসমূহ (ব্যাংক লোন) রিসিডিউল এর মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করে সঠিক সংখ্যা দেখানোর জন্য সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে অনুরোধ করা হয়।	--
	<u>(খ) রেন্ট সার্টিফিকেট মামলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত:</u> ০১। বিবেচ্য মাসে সদর, রামু, চকরিয়া এবং পেকুয়া উপজেলায় রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি মোটামুটি সন্তোষজনক তবে উখিয়া, টেকনাফ এবং মহেশখালী উপজেলায় মামলা নিষ্পত্তি নেই বিধায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। সরকারী পাওনা আদায় বৃদ্ধিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। দায়েরকৃত মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২। যে সকল হোল্ডিং এর ভূমি উন্নয়ন কর ০৩ বছরের অধিক সময় বকেয়া রয়েছে সে সকল হোল্ডিং এর বিপরীতে রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা রুজু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	কার্যক্রম চলমান। ইতোমধ্যে পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিরুদ্ধে রুজুকৃত ০৩ টি মামলা দাবী পরিশোধ করায় নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অনিষ্পন্ন ২টি মামলার দাবী পরিশোধের জন্য তাগিদ দেয়া হয়েছে। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কার্যালয়, উপকূলীয় বনবিভাগ, চট্টগ্রাম হতে ইতোমধ্যে বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর বাবদ ৮,০০,০০,০০০/- (আট কোটি) টাকা আদায় করা হয়েছে।
১৪	<u>বালুমহাল সংক্রান্ত :</u> ১। ১৪২৮ বাংলা সনের তালিকাভুক্ত ৪০ টি বালু মহালের ইজারা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রথমবার নিলাম সম্পন্ন হয়েছে। ২য় ধাপের ইজারা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইজারা বর্হিভূত জমি হতে যাতে ইজারাদারগণ বালু উত্তোলন করতে না পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে অনুরোধ করা হয়। ২। অনুমোদিত বালু মহাল ব্যতীত অন্য কোন স্থান হতে যাতে কোন ভাবেই কেউ বালু উত্তোলন করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার(ভূমি)গণকে অনুরোধ করা হয়। ৩। অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের বিরুদ্ধে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে অনুরোধ করা হয়।	মহেশখালী উপজেলায় কোন ঘোষিত বালুমহাল নেই। উপজেলার বিভিন্ন জায়গা হতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনকারীদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে।
১৫	<u>হাটবাজার পেরীফেরী সংক্রান্ত :</u> ১। হাট-বাজারের বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমি একসনা লিজ প্রদানের নিমিত্ত প্রস্তাব প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২। হাট বাজার সমূহ কেন পেরিফেরী নির্ধারণ না হওয়ার কারণ হিসাবে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ জানান যে হাট বাজার সমূহে ব্যক্তি জমি সড়ক বিভাগ এবং বন বিভাগের জমির উপর বিদ্যমান রয়েছে সেখানে কোন খাস জমি নেই বিধায় হাট বাজার সমূহের পেরিফেরী নির্ধারণ করা যাচ্ছে না। এ অবস্থায় হাট বাজার সমূহের পেরিফেরী নির্ধারণ করা সম্ভব না হলে তা আগামী ৩০ আগস্ট, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখের মধ্যে জানানোর জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে অনুরোধ করা হয়।	স্ব স্ব ইউনিয়ন ভূমি অফিসের আওতাধীন হাটবাজারসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন করে পেরিফেরীভূক্তির বিষয়ে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। অতিসত্বর বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রেরণ করা হবে।
১৬	<u>অর্পিত সম্পত্তি সম্পত্তির দাবী আদায় সংক্রান্ত :</u> ১। অর্পিত সম্পত্তির লিজমানি আদায় উখিয়া, টেকনাফ, মহেশখালী এবং কুতুবদিয়া উপজেলায় নেই বিধায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। লীজ গ্রহীতাকে বছরের শুরুতেই লিজমানি পরিশোধের জন্য নোটিশ প্রদান করা প্রয়োজন। ২। অর্পিত সম্পত্তির সঠিক দাবি নির্ধারণ করতে হবে। ৩। পৌরসভার অর্পিত সম্পত্তির লিজমানি আদায় কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। ৪। অর্পিত সম্পত্তির আদায় বৃদ্ধির সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। দীর্ঘদিনের বকেয়া লীজমানি	বর্তমানে আদায় কার্যক্রম চলমান। ইতোমধ্যে এ কার্যালয়ের কানুনগো ও ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাগণকে ভিপি মামলাসমূহ যাচাই বাছাই এবং তফসিলভুক্ত জমি সরেজমিন পরিদর্শন করে বিস্তারিত প্রতিবেদন দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

	আদায়ের নিমিত্ত প্রয়োজনে লিজ বাতিলের নোটিশ দিতে হবে। জমি সরকারী দখলে নিয়ে লীজের জন্য নতুন প্রস্তাব দিতে হবে।	
১৭	<u>উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস পরিদর্শন সংক্রান্ত :</u> ১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং কানুনগোগণ নিজ নিজ প্রমাপ মোতাবেক ভূমি অফিসসমূহ ফলপ্রসূভাবে পরিদর্শন করে নিয়মিত পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রেরণ আবশ্যিকভাবে নিশ্চিত করবেন। ২। সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণ নিজ অফিস ও অধীনস্থ ইউনিয়ন ভূমি অফিস সমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করবেন এবং সকলের উপস্থিতি নিশ্চিত করবেন। ৩। পরিদর্শন প্রতিবেদন পাওয়া না গেলে উক্ত কর্মকর্তা পরিদর্শন করেননি মর্মে গন্য হবে।	লকডাউনের কারণে অফিস বন্ধ থাকায় বিগত মাসে প্রমাপ অনুযায়ী উপজেলা ভূমি অফিস ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস পরিদর্শন সম্ভব হয়নি।
১৮	<u>নতুন উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ সংক্রান্ত :</u> ১। কক্সবাজার জেলায় ৫৪টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস স্থান নির্বাচন করে জমির বিবরণসহ প্রস্তাব চাহিত 'ছক' মোতাবেক স্মারক নং ৪৯৬ তারিখঃ ১৯/০৪/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ মূলে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। ভূমি মন্ত্রণালয় হতে ১৬ টি ভূমি অফিস নির্মাণের জন্য অনুমোদন পাওয়া যায়। এর মধ্যে নিম্নোক্ত ০৪টি ভূমি অফিস নির্মাণ কাজ এল.জি.ই.ডি কর্তৃক শেষ পর্যায়ে রয়েছে- ১) টেকনাফ সদর ইউনিয়ন ভূমি অফিস, ২) হীলা ইউনিয়ন ভূমি অফিস, ৩) রামু সদর ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং ৪) খেচুয়াপালং ইউনিয়ন ভূমি অফিস ২। এছাড়া ১২ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ কাজ এল.জি.ই.ডি কর্তৃক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। নির্মাণ করা শুরু হওয়া ভূমি অফিসসমূহ – (১) কক্সবাজার সদর ইউনিয়ন ভূমি অফিস, কক্সবাজার সদর, (২) খুরুশকুল ইউনিয়ন ভূমি অফিস, কক্সবাজার সদর, (৩) চৌফলদন্ডী ইউনিয়ন ভূমি অফিস, কক্সবাজার সদর,(৪) পালংখালী ইউনিয়ন ভূমি অফিস, উখিয়া, (৫) সোনারপাড়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস, উখিয়া (৬) চিরিংগা ইউনিয়ন ভূমি অফিস, চকরিয়া (৭) খুটাখালী ইউনিয়ন ভূমি অফিস, চকরিয়া (৮) মগনামা ইউনিয়ন ভূমি অফিস, পেকুয়া (৯) উজানটিয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস, পেকুয়া (১০) গোরকঘাটা ইউনিয়ন ভূমি অফিস, মহেশখালী (১১) শাপলাপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস,মহেশখালী (১২) উত্তর ধুরুং ইউনিয়ন ভূমি অফিস, কুতুবদিয়া এল.জি.ই.ডি কর্তৃক নির্মাণাধীন ভূমি অফিসসমূহের কাজ তদারকির জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং সহকারী কমিশনার(ভূমি)গণকে অনুরোধ জানানো হয়। উক্ত ভূমি অফিসসমূহ নির্মাণ কাজে কোন অসুবিধার সন্মুখীন হলে সাথে সাথে জানানোর জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হয়। তবে নির্মাণ কাজ দ্রুত বাস্তবায়ন করার আশা প্রকাশ করা হয়।	মহেশখালী উপজেলায় নির্মানাধীন গোরকঘাটা ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং শাপলাপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নির্মাণ কাজ নিয়মিত তদারকি করা হচ্ছে।
বিবিধ ১৯	মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে ভূমিহীনদের জন্য বাড়ি নির্মাণের বিষয়ে চাহিত প্রস্তাব যথাসময়ে প্রেরণ করতে হবে।	মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে ভূমিহীনদের জন্য বাড়ি নির্মাণের বিষয়ে ১ম ও ২য় পর্যায়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। ৩য় পর্যায়ের জন্যও চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে। বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে।
	প্রতিমাসে একবার নিয়মিত উপজেলা রাজস্ব সম্মেল আয়োজন করতে হবে।	নিয়মিত রাজস্ব সভার আয়োজন করা হচ্ছে।

১৬/০৮/২০২১

(মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম)
পরিচিতি নং-১৮৪৩২
সহকারী কমিশনার (ভূমি)
মহেশখালী, কক্সবাজার